কাফ্রি দাসের বৃত্তান্ত

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

✅ t.me/bongboi

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ এখানে।

😸 Generated from WikiSource

1. পাতার শিরোনাম
2. কাফ্রি দাসের বৃত্তান্ত
3. প্রথম ভাগ
4. দ্বিতীয় ভাগ
5. তৃতীয় ভাগ
6. সম্পর্কে

1. কাফ্রি দাসের বৃত্তান্ত
2. সম্পর্কে

The Negro Servant.

কাফ্রি দাসের

বৃত্তান্ত।

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY, BY J. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1st ed.]

1851.

[1000 copies.

The Negro Servant.

কাফ্রি দাসের

বৃত্তান্ত।

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY, BY J. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1st ed.]

1851.

[1000 copies.

বিজ্ঞাপন।

পশ্চাল্লিখিত বৃত্তান্ত ও কথোপকথন সকল নীতি কথা-রূপ মনঃকল্পনা মাত্র না হইয়া তাবৎই সত্য বর্ণনা হইয়াছে। ফলতঃ লেখকের নাম লী রিচমণ্ড সাহেব; তিনি ৫০ বৎসর হইল ইংলাণ্ড দেশের ওয়াইট্ নামক উপদ্বীপস্থ ব্রেডিং গ্রামের ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন। ঐ গ্রামে বাস করণ কালে কাফ্রি দাসের সহিত তাঁহার আলাপাদি হইত। ইতি।

পরিচ্ছেদসমূহ (মূল গ্রন্থে নেই)

সূচীপত্র

[প্রথম ভাগ](#)
[দ্বিতীয় ভাগ](#)
[তৃতীয় ভাগ](#)

কাফ্রি দাসের বৃত্তান্ত।

প্রথম ভাগ।

সমুদ্রের নিকটে আমার কতক বৎসর বাস করণ কালে এক দিবস কোন জাহাজাধ্যক্ষ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, আমি এই গ্রামের মধ্যে আপন পরিবারের জন্যে ঘর ভাড়া করিয়াছি। জাহাজাধ্যক্ষ আরও কহিলেন, "তিন বৎসরাবধি এক জন কাফ্রি দাস আমার নিকটে নিযুক্ত আছে। সে বালকটি উত্তম; এবং বাপ্তাইজিত[১]হইতে অত্যন্ত বাঞ্ছা করে, অতএব আপনি তাহাকে উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া বাপ্তাইজ করিবেন, ইহা আপনকার নিকটে যাচ্ঞা করিতে আমি তাহার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিষয়ে কিছু জানে?

জাহাজাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, "হাঁ, অবশ্য জানে। কেননা সে আর২ ভৃত্যবর্গের মধ্যে এই বিষয়ে অনেক কথা কহে, এই প্রযুক্ত তাহারা তাহাকে বিদ্রুপ করিলেও সে তাহা ধৈর্য্যপূর্ব্বক সহ্য করে।"

আমি কহিলাম, সে কি দাসত্ব পদে ভাল আচরণ করে?

তিনি কহিলেন, "হাঁ তাহা করে; জাহাজে কিম্বা বাটীতে তাহার তুল্য সৎ ও শিষ্ট দাস কেহ নাই।"

সে কি চিরকাল এইরূপ ভাল আচরণ করিয়াছে?

জাহাজাধ্যক্ষ কহিলেন, "না, সে প্রথমে অতি অবাধ্য ও প্রতারক ছিল, কিন্তু গত দুই বৎসরাবধি নূতন লোকের মত হইয়াছে।"

পরে আমি কহিলাম, ভাল মহাশয়, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আমি বড় আনন্দিত হইব, এবং তাহার বিশেষরূপে শিক্ষা ও পরীক্ষা লইলে পর সে বাপ্তাইজিত হইবার উপযুক্ত কি না, তাহা বলিতে পারিব। সে কি পড়িতে পারে?

জাহাজাধ্যক্ষ কহিলেন, "পারে, আমার এক জন দাসীর মুখে শুনিয়াছি সে অনেক কাল বড় পরিশ্রম করিয়া এইক্ষণে ধর্ম্মপুস্তকের যে কোন অধ্যায় হউক

তাহা এক প্রকার পড়িতে পারে। সে স্বদেশীয় অনেক লোক অপেক্ষা ইংরাজী ভাষা ভালরূপে জানে, তথাপি তাহার অনেক কথা অশুদ্ধ হয়। সে যাহা হউক, আমি তাহাকে কোন্ সময়ে আপনার নিকটে প্রেরণ করিব?”

যদি মহাশয়ের ইচ্ছা হয়, তবে কল্য বৈকালে তাহাকে পাঠাইয়া দিবেন।

“ভাল, সে দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে আপনার নিকটে আসিবে, পরে কি করা কর্ত্তব্য তাহা আপনি জানিতে পারিবেন।”

পর দিবস নিরূপিত সময়ে সেই কাফ্রি শিষ্য আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দেখিতে যুবা, এবং মখদ্বারা তাহার বদ্ধিমত্ত্ব ও সতর্কতা ও প্রফুল্লচিত্ত প্রকাশ হইল।

আমি তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিলাম, তোমার সাহেব আমাকে বলিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের বিষয়ে আমার সহিত তোমার কিছু কথা আছে।

তাহাতে কাফ্রী কহিল, “হাঁ মহাশয়, খ্রীষ্টীয়ান হইতে আমার বড় বাঞ্ছা আছে।”

কেন তোমার এমন ইচ্ছা হয়?

“কারণ আমি জানি, যে খ্রীষ্টীয়ানেরা মৃত্যর পরে স্বর্গে যায়।”

আমি কহিলাম, তোমার এই ইচ্ছা কত দিনাবধি হইয়াছে?

“দুই বৎসর গত হইল আমেরিকা দেশে এক জন ধর্ম্মোপদেশকের কথা শুনিয়াছিলাম, সেই অবধি আমার এই ইচ্ছা হইল।”

তুমি কোথায় জন্মিয়াছিলা?

“আফ্রিকা দেশে। কিন্তু শিশুকালে গোরা লোকেরা আমাকে গোলাম করিয়া দেশান্তরে লইয়া গেল।”

ইহা কি রূপে হইয়াছিল?

“এক দিন আমি একাকী সমুদ্রতীরে শঙ্খ কুড়াইতেহিলাম, এমত সময়ে কতকগুলি গোরা নাবিকেরা এক নৌকাহইতে নামিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল। সেই অবধি আমি আপন পিতা মাতাকে আর দেখিতে পাইলাম না।”

তাহার পর তোমার কি হইল?

“তাহার পর সেই নাবিকেরা আমাকে জাহাজে করিয়া লইয়া গিয়া জামেকা উপদ্বীপে এক জন সাহেবের নিকটে বিক্রয় করিলে আমি কএক বৎসরপর্যন্ত তাঁহার ঘরে কর্ম্ম করিলাম। পরে প্রায় তিন বৎসর হইল যে জাহাজীয় কাপ্তান আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তিনি জাহাজে আপন কর্ম্ম করাইবার জন্যে আমাকে ক্রয় করিলেন। তিনি ভাল কর্ত্তা প্রযুক্ত আমাকে দাসত্বহইতে মুক্ত করিলেন। সেই কাল অবধি আমি তাঁহার সহিত বাস করিয়া আসিতেছি।”

আমেরিকায় যাইবার পূর্ব্বে তোমার নিজ আত্মার বিষয়ে কি রূপ চিন্তা ছিল?

“সে সময়ে আপন আত্মার বিষয়ে আমার কিছুমাত্র চিন্তা ছিল না। কেননা তখন কেহই আমাকে আত্মার বিষয়ে কোন কথা শিখায় নাই।”

ভাল, বল দেখি, আমেরিকাতে তোমার আর কি২ ঘটিয়াছিল? তুমি সেখানে কেমন করিয়া গিয়াছিলা?

“আমার প্রভু আমাকে জাহাজে লইয়া গেলেন। পরে সেখানে এক মাস থাকাতে আমি ঐ ধর্ম্মোপদেশকের কথা শুনিলাম।”

সেই উপদেশক কি কহিলেন?

“তিনি আমাকে মহাপাপী কহিলেন।”

তিনি কি বিশেষ করিয়া তোমাকেই কহিলেন?

“হাঁ, আমার তদ্রূপ বোধ হইল, আর যত লোক সেখানে তাঁহার কথা শুনিতেছিল তিনি সকলের কাছে আমারই বিষয় কহিলেন।”

তিনি কি বলিলেন?

“তিনি আমার অন্তঃকরণের সমূদয় ভাব প্রকাশ করিলেন।”

তোমার অন্তঃকরণের কি২ ভাব?

“তিনি আমার পাপ ও অজ্ঞানতা ও অবিশ্বাস জানাইয়া আমাকে কহিলেন, তোমার কোন সুচিন্তা বা সুক্রিয়া কিছুই নাই।”

তিনি আর কি বলিলেন?

“তিনি এক২ বার আমার মুখের দিগে তাকাইয়া কহিলেন, পাপি ব্যক্তিরা কৃষ্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ হউক, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সকলেরই জন্যে প্রাণ দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি মনে করিলাম, তিনি যে পাপিদের জন্যে এমত কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা অতি উত্তম বটে।”

তুমি কিসেতে বুঝিলা যে উপদেশক বিশেষ করিয়া তোমাকেই এই কথা কহিলেন?

“যেহেতুক সেই স্থানে আমার মত মহাপাপী আর কেহ নাই, ইহা আমি জানিলাম; এবং উপদেশক মহাশয়ও অবশ্য তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, কারণ তিনি আমাকে সেখানে দেখিলেন।”

ভাল, তিনি যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে ঐ রূপ কথা প্রচার করিলে তুমি আপনার বিষয়ে কি বোধ করিলা?

“মহাশয়, তিনি যখন কহিলেন যে দুষ্ট লোকেরা নরকাগ্নিতে পতিত হইবে, তখন আমার অত্যন্ত ভয় হইল, কেননা আপনাকে অতি দুষ্ট জানিলাম, তাহাতে আমি কাঁদিতে লাগিলাম। পরে তিনি পাপিদের প্রতি খ্রীষ্টের প্রেমের বিষয় কহিলে আমি আরও রোদন করিলাম। তাহাতে খ্রীষ্টকে আমার প্রেম করা কর্ত্তব্য ইহা মনে স্থির করিলাম, কিন্তু কি রূপে করিতে হয়, তাহা না জানিয়া আমি পুনর্ব্বার কাঁদিলাম।”

সে দেশে থাকিয়া তুমি ঐ উপদেশ ভিন্ন অন্য কোন উপদেশ শুনিয়াছিলা কি না?

“হাঁ মহাশয়, আমার প্রভু আমাকে ঐ মাসে তিনবার ভজনালয়ে যাইতে দিলেন, তাহাতে প্রত্যেক বারেই খ্রীষ্টকে অধিক প্রেম করিতে ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলিতে আমার বাঞ্ছা হইল। কিন্তু কখন২ আমার অন্তঃকরণ প্রস্তরের ন্যায় কঠিন বোধ হইত।”

তদবধি তুমি কি আর কোন উপদেশ শুনিয়াছ?

“না, আর শুনি নাই, কেবল গত রবিবারে এই স্থানের গির্জাঘরে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া আমি যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হইতে চাহিলাম।”

আমেরিকা দেশে ঐ সকল উপদেশ শুনিলে পরে তোমার মনে কি২ চিন্তা জন্মিল? আর তোমার মনের কথা কি কাহাকে বলিয়াছিলা?

“আজ্ঞা না, সে সময়ে ঈশ্বর ব্যতিরেকে আমি আর কাহাকেও বলি নাই। কেননা ঈশ্বর দরিদ্রের প্রার্থনা শুনেন, এই কথা আমি উপদেশকের মুখে শুনিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে তিনি আমার কথা শুনিলেন। আমি খ্রীষ্টের বিষয়ে অনেক বার মনে ভাবিলে তাঁহার মত হইতে আমার ইচ্ছা হয়।”

তুমি কি পড়িতে পার?

“অল্প পারি।”

কে তোমাকে পড়িতে শিখাইল?

“ঈশ্বর শিখাইলেন।”

এ কথা কেন বল?

“ঈশ্বর আমার মনে পাঠ করিতে ইচ্ছা জন্মাইলে পাঠ শিক্ষা করা সহজ হইল। আমার প্রভু আমাকে একখানি ধর্ম্মপুস্তক দিলে পর এক জন নাবিক আমাকে অক্ষর সকল দেখাইয়া দিল। তাহাতে ঈশ্বরের সাহায্যে আমি আপনি পড়িতে শিখিলাম।”

তুমি ধর্ম্মপুস্তকে কোন২ বিষয় পড়িয়া থাক?

“প্রভু, যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে নানা প্রকার কথা অর্থাৎ তনি দুষ্ট লোককর্তৃক হত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়া পনরুত্থিত হন, পাপিদের প্রতি বিশেষতঃ নীচ কাফ্রী যে আমি আমারই প্রতি তাঁহার এই প্রেমের বিষয়ে পাঠ করি। আমি নীচ কাফ্রী হইলেও খ্রীষ্ট আমাকে প্রেম করেন, ইহা চিন্তা করিয়া কখন২ আমার চক্ষুর জল পড়ে।”

তুমি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার ধ্যান করিলে লোকেরা তোমাকে কি বলে?

“কোন২ দুষ্ট লোক যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম না করিয়া আমাকে পাগল ও কাফ্রি কুকুর, ও কালো পাষণ্ড বলে, তাহাতে কখন২ আমার রাগ জন্মে। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের অনেক দুর্নাম হইলেও তিনি মেষশাবকের ন্যায় নীরব হইয়া থাকিলেন,

তন্নিমিত্তে কোন খ্রীষ্টীয়ান ব্যক্তির রাগ করা উচিত নয়, ইহা মনে করিয়া আমি তাহাদিগকে কিছু কথা বলি না।”

যুব কাফ্রির এমত নিষ্কপট ও সরল স্বভাব দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল বিষয়ে তাহার কি রূপ জ্ঞান ও বোধ আছে, ইহা জ্ঞাত হইবার জন্যে ১ করিন্থীয়দের প্রতি ১ পত্রের ১৩ অধ্যায়ের ১৩ পদে পৌল প্রেরিতের লিখিত ধর্ম্মসার যথা “এখন প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ও প্রেম এই তিন আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ,” ইহা স্মরণ করিয়া আমি কাফ্রিকে জিজ্ঞাসা করিলাম; প্রত্যয় কাহাকে বলে? ও তোমারই প্রত্যয় কি? অর্থাৎ খ্রীষ্টের ও তোমার আত্মার বিষযে তুমি কি প্রত্যয় করিতেছ?

সে কহিল, “প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপিদের পরিত্রাণার্থে এই জগতে অবতীর্ণ হইলেন। অতএব আমি দরিদ্র ও কাল কাফ্রী ও বড় পাপী হইলেও তিনি আমাকে ত্রাণ করিবেন, এই আমার প্রত্যয়।”

তোমার প্রত্যাশা কি? অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিকের বিষয়ে তোমার কি ভরসা আছে?

“আমি যাবৎ এই জগতে বাস করিব, তাবৎ প্রভ যীশু আমাকে পাপ ও আপদহইতে রক্ষা করিবেন, এবং মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত স্বর্গে নিত্য বাস করিলে আমি আর কখনো মরিব না, এই আমার প্রত্যাশা।”

খ্রীষ্টীয় প্রেমের বিষয়ে তুমি কি বোধ কর? অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা তুমি কাহাকে অধিক প্রেম কর?

“আমি পিতা ঈশ্বরকে প্রেম করি, যেহেতুক তিনি দয়া করিয়া আপন পুত্রকে জগতে পাঠাইলেন। আর যীশু খ্রীষ্টকেও প্রেম করি, কারণ তিনি আমাকে প্রেম করিলেন। এবং কাল কিম্বা গোরা হউক, আমি সকল লোককেই প্রেম করি, কেননা তাহারা ঈশ্বরের সৃষ্ট। বিশেষতঃ আমি খ্রীষ্টীয়ানদিগকে প্রেম করি, কেননা খ্রীষ্ট তাহাদিগকে প্রেম করেন ও তাহারা খ্রীষ্টকে প্রেম করে।

কাফ্রি শিষ্যের সহিত প্রথম আমার এইরূপে কথোপকথন হইয়াছিল। পরে তাহার ইচ্ছানুসারে তাহাকে মণ্ডলীভক্ত করিবার ভরসাতে আমি আনন্দিত হইলাম। তথাপি তাহার সহিত আরও কথোপকথন করিতে এবং তাহার আচার ও ব্যবহার বিশেষরূপে অনসন্ধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া এই অঙ্গীকার করিলাম, যে আমি অল্প দিনের মধ্যে তোমার প্রভুর ঘরে যাইয়া তোমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিব। ইহা বলিয়া কাফ্রিকে বিদায় করিলাম।

সে প্রস্থান করিলে পর আমি মনে২ ভাবিলাম, যে ঈশ্বর আপন পুত্রের রক্তদ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্ববংশীয় ও সর্ব্বরাজ্যীয় ও সর্ব্বভাষাবাদি লোকদের মধ্যে আপনার আশ্রিতগণকে মুক্ত করেন।

“হে পৃথিবীর রাজ্য সকল, ঈশ্বরের নিকটে গান কর। পরমেশ্বরের প্রশংসা গান কর।”

---

1. ↑ বাপ্তাইজ। খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কেহ২ বলে, এ শব্দের অর্থ কেবল অবগাহন (বা ডুব) আর কেহ২ বলে ইহার অর্থ অবগাহন, কিম্বা জল ছিটান কিম্বা জল সংস্কার কিম্বা য়ান।

দ্বিতীয় ভাগ।

কাফ্রি শিষ্যের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করণের অল্প দিন পরে আমি অশ্বারোহণ করিয়া তাহার সঙ্গে পুনর্ব্বার কথোপকথন করিতে তাহার প্রভুর গৃহে গেলাম। সেই ঘর আমার বাটীহইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূর। আমি যে পর্ব্বতের উপর দিয়া গেলাম, তাহাহইতে চতুর্দ্দিকস্থ দেশ প্রায় অতুল্য সুন্দর ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত দৃষ্ট হইল। তাহা দর্শনে আমার মনে শিক্ষাদায়ক এই২ চিন্তা উৎপন্ন হইল।

প্রচুর তৃণ ভক্ষণকারি মেষ সমূহ সেই পর্ব্বত ব্যাপিয়া চরিতেছিল, ও কোন২ দিগে রাখালগণ আপন২ নিয়মিত স্থানে থাকিয়া নিজ২ পাল রক্ষা করিতেছিল। ইহা আমি আপন পদ ও কর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানিলাম। কেননা সেই পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী কতক ক্রোশ বিস্তারিত যে প্রদেশ ছিল, তাহাতে থাকিয়া যাহাদের আমি রক্ষা করিতাম ও যাহাদের বিষয়ে মহারাখালের আগমন দিবসে আমার হিসাব দিতে হইবে এমত অনেক লোক বাস করিতেছিল। সম্মুখস্থিত মেষপাল আমার পারমার্থিক পালের দৃষ্টান্তস্বরূপ জানিয়া আমি মনে২ এই প্রার্থনা করিলাম, যে উত্তম রাখাল আপন মেষের জন্যে প্রাণ দিলেন, তিনি আমার হস্তে সমর্পিত এই লোকদের প্রতি বিশ্বস্ত হইতে আমাকে শক্তি দিউন। এবং যাহাদিগকে খ্রীষ্ট আপন রব শুনাইবেন এমত দূরদেশস্থ পালের একজন মেষ স্বরূপ আমার এই যুব কাফ্রি বন্ধু, ইহা চিন্তা করিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। কেননা "এক পাল ও এক রক্ষক থাকিবে," ইহা তাবৎ জাতীয় লোকেরা স্বীকার করিবে।

পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করত পর্ব্বতের বামদিগে সমুদ্রের এক বৃহৎ খালে বিভক্ত অতি সুন্দর ভূমি প্রকাশ হইল। জোয়ারের সময়ে ঐ খাল সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ হইয়া দেড় ক্রোশ পরিমিত প্রশস্ত হদের ন্যায় হয়। তাহার চতুর্দিগে যে২ বন ও গ্রাম ও ঘর ও ভজনালয় দেখা যায় তাহা অতি মনোরম্য।

ও পারে অর্থাৎ সমুদ্রেতে কতক ক্রোশ ব্যাপিয়া লঙ্গর করা রণজাহাজের বৃহৎ এক বহর ছিল, এবং তাহার নিকটবর্ত্তি বাণিজ্য জাহাজের আর এক বহর দৃষ্ট হইল। বহরের ঐ দিগে এক মহানগরের বন্দর ও দুর্গ ও গুদী ও নানা প্রশস্ত অট্টালিকা দেখিলাম। ঐ সকল অট্টালিকাদির জানালা ও জাহাজের ধ্বজা সূর্য্য কিরণদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়া অতি সৌন্দর্য্য রূপে দৃশ্য হইল।

ঐ সকল দেখিয়া আমি রাজমন্ত্রিদের সংকল্প ও অনেক দেশীয়দের নাশ ও রণশঙ্কার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আহা! যে সময়ে ঈশ্বর পৃথিবীর সীমাপর্য্যন্ত যুদ্ধের শেষ করিয়া শান্তি স্থাপন করিবেন, সে কেমন আনন্দজনক সময় হইবে।

তথাপি শত্রুদের হস্তহইতে আমাদিগের দেশ রক্ষার্থে যে২ রণজাহাজ ও অন্যান্য রক্ষাস্ত্র ঈশ্বর প্রদান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

দক্ষিণদিগে ও অগ্নিকোণে অসীম সমুদ্রের মহাতরঙ্গ দৃষ্ট হইল। পাইলদ্বারা নানা দিগে গমনকারি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অনেক জাহাজ সমুদ্রেতে ব্যাপ্ত ছিল। কোন২ জাহাজ অতি দূর দেশে গমন করিতেছিল। অন্য কোন জাহাজ নানা দূর দেশস্থ উৎপন্ন দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছিল। আর কতক জাহাজ শত্রুর অন্বেষণ করিতে যাইতেছিল, এবং অন্য কতক জাহাজ দুর্জয় সংগ্রামে লব্ধ দ্রব্যাদি লইয়া বন্দরে চলিয়া আসিতেছিল।

যে স্থানে আমি অশ্বারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম, সে স্থানের নৈর্ঋত কোণে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পরিধি পরিমিত এক সুন্দর অর্দ্ধ গোলাকৃতি খাল দৃষ্ট হইল, ঐ খাল শুক্ল ও রক্ত ও ধূম্রবর্ণ মৃত্তিকার উচ্চ পাহাড়ে বেষ্টিত। তাহার ওপারে কতক গুলি উপপর্ব্বত শ্রেণীবদ্ধ ছিল। তাহার শৃঙ্গ সকল অনেকবার মেঘাচ্ছন্ন হইত, কিন্তু সেই সময়ে অতি স্পষ্ট দেখা গেল। এই পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর দিগে অন্য শ্রেণীতে যোগ পাইয়া বৃহৎ ও ফলবতী নিম্নভূমির সীমাস্বরূপ হইল। তৎকালে ভূমির শস্য সকল ছেদনোপযুক্ত ছিল, তাহাতে পরমেশ্বর যে আপন কৃপাদ্বারা মনুষ্যসন্তানদের নিমিত্তে প্রচুর আহার প্রস্তুত করেন, ইহা প্রকাশ হইল। "তিনি শস্য প্রস্তুত করেন; তিনি বৎসরকে কল্যাণরূপ মুকুট দিতেছেন, এবং তাঁহার পথহইতে স্নিগ্ধতা নিঃসৃত হইয়া অরণ্যে ও প্রান্তরে পতিত হইলে চতুর্দ্দিগে পর্ব্বতগণ উল্লাসিত হয়, এবং ক্ষেত্র সকল মেষেতে ব্যাপ্ত ও নিম্নভূমি শস্যে আচ্ছন্ন হয়, তাহাতে সকলে জয়ধ্বনি করিয়া গান করে।" ৬৫ গীত।

আমার সম্মুখগামি জাহাজের প্রতি দৃষ্টি করত দায়ূদের এই কথাও আমার মনে পড়িল, যথা "সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে গমনাগমনকারি ও জলসমূহের মধ্যে ব্যবসায়কারি লোকেরা গভীর জলে পরমেশ্বরের কর্ম্ম ও আশ্চর্য্যক্রিয়া দেখিতে পায়। তিনি আজ্ঞা দিলে প্রচণ্ড বায়ু উঠে ও তরঙ্গ উঠায়। তাহাতে তাহারা কখন আকাশে উঠে ত কখন গভীর জলে নামে। এই বিপদে তাহাদের প্রাণ গলিত হয়। তাহারা মত্ত মনুষ্যের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া পড়ে ও হতবুদ্ধি হয়। এমত বিপদের সময়ে তাহারা পরমেশ্বরের কাছে কাকুতি করিলে তিনি তাহাদিগকে কষ্টহইতে আনয়ন করেন, এবং ঝড়কে নির্ব্বাত করিয়া তরঙ্গের শান্তি করেন। তাহাতে তাহারা শান্ত হইয়া পরমানন্দিত হয়। এইরূপে তিনি তাহাদিগকে বাঞ্ছিত স্থলে লইয়া যান। অতএব তাহারা পরমেশ্বরের অনুগ্রহের ও মনুষ্যগণের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্মের নিমিত্তে তাঁহার প্রশংসা করুক।" ১০৭ গীত।

এ সকল বিষয় চিন্তা করিতে২ আমি পর্ব্বতসীমাতে কোন ভয়ানক ঋজু আড়ূরির ধারে উপস্থিত হইলাম। যে স্থানে অশ্বহইতে নামিয়া তাহাকে এক বন্য বৃক্ষেতে বন্ধন করিলাম। সমুদ্রের ঢেউ আড়ূরির তলে নিত্য২ লাগিয়া সর্ব্বদা অতি তুষ্টিজনক শব্দ করে। ঐ আড়ূরির চূড়ার ও নিম্নস্থিত পাহাড়ের গহ্বরে কতক গুলিন সাগরপক্ষী বাসা করিয়াছিল।

চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিগোচর বস্তুসমূহ সম্পূর্ণরূপে শোভান্বিত এবং ধ্যান ও প্রার্থনাদির উপযুক্ত ছিল। সৃজনকর্ত্তা আপন সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়া তাবৎ প্রাণিকে আপনার সম্মান ও আদর করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু বিশ্বাসি ব্যক্তির প্রতি এই কর্ম্ম বিশেষরূপে তুষ্টিজনক হয়। সে ঈশ্বরের নিয়মপ্রযুক্ত সকল সাংসারিক আশীর্ব্বাদ ও পারমার্থিক সুখাধিকার প্রাপ্ত হয়। তাহার অধিকারপত্র এই; "সকলই তোমাদের, পৌল কি আপল্লো কি কৈফা কি জগৎ কি জীবন কি মরণ কি বর্ত্তমান বিষয় কি ভবিষ্যদ্ বিষয় সকলই তোমাদের, এবং তোমরা খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।" ১ করিন্থীয়দের ৩ অধ্যায়ের ২২,১২৩ পদে।

আমার বামদিকস্থিত অতি সূক্ষ্ম ও শক্ত বালুকাময় এক ক্ষুদ্র খাল ছিল, তাহা চতুর্দ্দিগে প্রস্তরের ও খড়িমাটির আড়ূরির খণ্ডেতে ও ভগ্ন মৃত্তিকাবিশিষ্ট তীরেতে বেষ্টিত। সেখানে কোন মনুষ্যের ঘর বাটী না থাকাতে সে গুপ্তরূপে ধ্যান করিবার উপযুক্ত স্থান বটে।

তথায় এক মহাপ্রস্তরে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছে এমত কোন লোককে আমি হঠাৎ দেখিতে পাইলাম। যে স্থানে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, সে স্থানহইতে প্রায় দুই শত হাত নীচে ঐ ব্যক্তি ছিল, কিন্তু তাহার বস্ত্রদ্বারা ও শরীরের বর্ণদ্বারা আমি স্থির করিলাম যে সে ঐ কাফ্রি শিষ্য, ও তাহার হস্তস্থিত বহি ধর্ম্মপুস্তক। এমত নির্জন স্থানে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওনের কোন সম্ভাবনা ছিল না, অতএব হঠাৎ আমি তাহাকে এই রূপে একাকী পাঠ করিতে দেখিয়া অতি আনন্দিত হইলাম। তাহাতে আমি মাছুয়া ও রাখালদ্বারা আড়ূরিতে খোদিত এক অসমান সোপান দিয়া তীরে নামিলাম, কিন্তু কাফ্রি দাস এমত মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতেছিল যে আমি তাহার নিকটবর্ত্তী না হইলে সে আমাকে দেখিতে পাইল না। পরে আমি কহিলাম, কে হে, উইলিয়ম?

সে বলিল "হাঁ মহাশয়, আপনাকে দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইলাম। আমি বোধ করিয়াছিলাম যে ঈশ্বর ও আমা ছাড়া এখানে আর কেহ নাই। মহাশয় এস্থানে কিরূপে আইলেন?"

আমি তোমার প্রভুর গৃহে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ দেশ দর্শনের জন্যে এস্থানে আইলাম। আকাশ নির্ম্মল হইলে আমি সমুদ্র ও জাহাজ দেখিতে এস্থানে অনেক বার আসিয়া থাকি। বহি কি ধর্ম্মপুস্তক?

“হাঁ মহাশয়, এই আমার প্রিয় উত্তম ধর্ম্মপুস্তক।”

হে উইলিয়ম, তুমি যে এইরূপে কাল যাপন করিতেছ, ইহা আহ্লাদের বিষয় এবং উত্তম চিহ্ন বটে।

“আজ্ঞা মহাশয়, ইহা আমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের চিহ্ন, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমি কখন উত্তম নহি।”

কি রূপে?

“আমি তাঁহার প্রতি কখন যথেষ্ট কৃতজ্ঞ নহি, ও যথেষ্ট প্রার্থনা করি না; এবং তিনি যে আমাকে এত উত্তম বস্তু দেন তন্নিমিত্তে তাঁহাকে কখন যথেষ্ট রূপে স্মরণেও রাখি না। মহাশয় আমি ভয় করি, আমার মন অতি দুষ্ট। আমি আপনকার ন্যায় হইতে ইচ্ছা করি।”

আমার ন্যায় কেন? তুমি তো আমারই মত ধর্ম্মহীন ও উপায়রহিত পাপী আছ; কেননা ঈশ্বর দয়া ও অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে অগ্নিকুণ্ডহইতে জ্বলন্ত কাষ্ঠের ন্যায় নির্গত না করিলে এবং আপন প্রেম ও অনুগ্রহের বিশেষ পাত্র না করিলে আমিও পাপেতে বিনষ্ট হইতাম। ফলত, তোমায় আমায় কোন প্রভেদ নাই; আমরা উভয়ের ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করণেতে ত্রুটি করিয়াছি। মনুষ্য মাত্রেই পাপ করিয়াছে।

"না মহাশয়, আমি তোমার মত নহি। আমার পাপী আর কাহাকেও জানি না, আমার অন্তঃকরণের ন্যায় আর কোন লোকের অন্তঃকরণ নয়।”

হাঁ, উইলিয়ম। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতে পারি যে প্রত্যেক চেতনাপ্রাপ্ত মনুষ্য পাপের অত্যন্ত পাপিষ্ঠতা ও পাপি লোকদের মুক্তির নিমিত্তে খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা দত্ত মূল্য দর্শন করে, তাহারই মনের ভাব তোমার মনের ভাবের তুল্য। অতএব তুমিও এই গীতের কথাতে স্বীকার করিতে পার, যথা,

আমি দুষ্টাচারিদের ছিলাম প্রধান।
তবু যীশু মোর জন্যে দিলেন স্বপ্রাণ॥

“আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়, আমি বিশ্বাস করি যীশু এই অধম কাফ্রি জন্যেও মরিলেন। যদি খ্রীষ্ট এ দুরাচারের কারণ প্রাণ না দিতেন, তবে আমার কি দশা হইত? কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্ট লোকদের নিমিত্তে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, অতএব ইহা ধ্যান করিলে কোন২ সময়ে আমার বড় আনন্দ হয়।”

হে উইলিয়ম, তুমি ধর্ম্মপুস্তকের কোন্ স্থান পাঠ করিতেছিলা?

“আমি খ্রীষ্টের সহিত ক্রূশে টাঙ্গান দস্যুর কথোপকথনের বিষয় পড়িতেছিলাম। ঐ দস্যুর প্রার্থনা আমারও উপযুক্ত, “হে প্রভো, আমাকে স্মরণ কর।” হে প্রভো, পাপিষ্ঠ কাফ্রিকে স্মরণ কর, আমার প্রাতঃকালের ও কখন২ রাত্রি কালেরও প্রার্থনা এই। এবং যখন অনেক কথা মনে পড়ে না, তখন আমি সেই প্রার্থনা পুনর্ব্বার করি; ওহে প্রভো, পাপিষ্ঠ কাফ্রিকে স্মরণে রাখ।”

আর প্রভু সেই প্রার্থনা শুনেন ইহাও নিশ্চয় জান কারণ যিনি দস্যুকে ক্ষমা পূর্ব্বক গ্রাহ্য করিলেন, তিনি তোমাকে অগ্রাহ্য করিবেন না। তাঁহার শরণাগত কোন ব্যক্তিকে তিনি কখন দূর করেন না।

“আজ্ঞা মহাশয়, আমি তাহা নিশ্চয় জানি, কিন্তু আমি আপন অন্তঃকরণের অধিক পাপহেতু ভীত ও দুঃখিত আছি। মহাশয়, আপনি এই২ লিম্পিট্[১] মৎস্য দেখুন, তাহারা যেমন শক্তরূপে পাখরে লাগিয়া থাকে, তদ্রূপ পাপ আমার মনে আঁকড়িয়া ধরে।”

হাঁ উইলিয়ম, এমত হইতে পারে বটে, কিন্তু আর এক দৃষ্টান্ত শুন। তুমি খ্রীষ্টের মৃত্যু ও ধর্ম্মেতে প্রত্যয়দ্বারা লিম্পিট্ মৎস্যের ন্যায় তাঁহাতে আসক্ত হও, তাহা হইলে সমুদ্র বা ঝড় তাঁহার প্রেমহইতে তোমাকে পৃথক করিতে পারিবে না।

“সেই তো আমার ইচ্ছা।”

ভাল, উইলিয়ম, এই ক্ষণে বল দেখি, তুমি যে পাপ বিষয়ক কথা কহিলা, তাহা কি তোমার প্রতি ভারস্বরূপ লাগে না; তুমি তাহা ভাল না বাসিয়া বরং তাহাহইতে মুক্তি পাইবার বাঞ্ছা কর কি না?

“হাঁ, অবশ্যই বাঞ্ছা করি, যদ্যপি তাবৎ পৃথিবী আমার হস্তগত হইত, তবে পাপহইতে পৃথক হইবার নিমিত্তে আমি তাহা হৃষ্টচিত্ত হইয়া ছাড়িয়া দিতাম।”

তবে আইস, প্রিয় ভ্রাতা, খ্রীষ্টের নিকটে কুশলে আইস; তাঁহার রক্ত সর্ব্বপ্রকার পাপহইতে পবিত্র করে। তিনি আমাদিগের উদ্ধারের মূল্যস্বরূপ হইলেন। "তিনি আমাদের দুর্ব্বলতা সকল ধারণ করিলেন, ও আমাদের ব্যাধি সকল লইলেন। তিনি আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘনের নিমিত্তে ক্ষতবিশিষ্ট ও আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন, এবং আমাদের মঙ্গলজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষতদ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য হয়। পরমেশ্বর আমাদের সকলের এই অধর্ম্মের ফল তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন।" যিঃ ৫৩ অঃ। অতএব আইস, নির্ভয়ে পাপিদের ত্রাণকর্ত্তা যীশুর নিকটে আইস।

কাফ্রী কাঁদিতে২ কহিল, "হাঁ মহাশয়, আমি আসিতেছি, কিন্তু অতি ধীরে২ আসিতেছি। মহাশয়, আমি যীশুর নিকটে দৌড়িয়া বরং উড়িয়া আসিতে চাহি। যীশু যে আমার নিকটে এই সুসমাচার প্রচার করিতে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা অতি অনুগ্রহের বিষয়।"

কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তুমি এই সকল ধর্ম্মবাক্য শুনিয়াছিলা কি না?

"হাঁ মহাশয়, আমি আপনাকে বাড়ীতে বলিয়াছিলাম আমেরিকা দেশস্থ এক জন ধর্ম্মোপদেশকের কথা শ্রবণাবধি আমি তদ্দ্বারা অনেক সময়ে সান্ত্বনা ভোগ করি।"

ভাল, উইলিয়ম, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তোমার কারণ আপন পুত্রকে মৃত্যুভোগ করিতে দিলেন, আর তিনি তামার মনোরূপ চক্ষু খুলিয়া আপনার এই মহানুগ্রহ বিষয়ক চেতনা তোমার অন্তঃকরণে প্রদান করিয়াছেন, অতএব আমি ভরসা করি তুমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান হও, এবং আপন কর্ত্তা ও কর্ত্রীর প্রতি ও সঙ্গিভৃতাবর্গের প্রতি উত্তম আচরণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হও। যে ব্যক্তি অন্তরে খ্রীষ্টীয়ান সে বাহ্যেতেও খ্রীষ্টীয়ান, এবং যাকূব প্রেরিত কহেন, যে জন প্রকৃতরূপে ত্রাণার্থে খ্রীষ্টে প্রত্যয় রাখে, তাহার প্রত্যয় তাহারই ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশ পাইবে। হাঁ, উইলিয়ম কেমন, ইহা সত্য কি না?

"হাঁ, মহাশয়, ইহা সত্য বটে, আর আমি তদ্রূপ করিতে বাঞ্ছা করি। আমি বিশ্বাসী হইতে চাহি। যীশুখ্রীষ্ট বিষয়ক সুসমাচার আমার অন্তঃকরণের মধ্যে আসিবার পূর্ব্বে আমি দুষ্ট দাস ছিলাম, ইহাতে আমার খেদ হইতেছে। এখন আমি কর্ত্তার চক্ষুর গোচরে ও অগোচরে সর্ব্বদা সৎকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি, কারণ ঈশ্বর আমাকে সর্ব্বদা দৃষ্টি করেন। আপন কর্ত্তার প্রতি দোষ করিলে ঈশ্বরের প্রতি দোষ করা হয়, আর তৎপ্রযুক্ত ঈশ্বর আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহা আমি জানি। তদ্ব্যতিরেকে খ্রীষ্ট যাহা বলেন তাহা না করিলে আমি তাঁহাকে কিরূপে প্রেম

করিতে পারি? সঙ্গিদাসেরা আমাকে প্রেম না করিলেও আমি তাহাদিগকে প্রেম করি, এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যেন তাহাদিগের প্রতি হয়, এমত প্রার্থনা করিয়া থাকি। তাহারা যখন মন্দ কথা বলিয়া আমার রাগ জন্মাইতে উদ্যোগ করে, তৎকালে আমার এই বিবেচনা হয়, যদি যীশু খ্রীষ্ট আমার প্রতিনিধি হইয়া আমার পদে দাস্যবৃত্তি করিতেন, তবে তিনি নিন্দিত হইয়া প্রতিনিন্দা করিতেন না; তিনি অল্প কথা কহিয়া অধিক প্রার্থনা করিতেন। এইরূপে আমিও কিছু মাত্র না কহিয়া মনে২ প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর, ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।”

এ কাফ্রি খ্রীষ্টীয়ানের সহিত আমার যত বার কথোপকথন হইল, তত বার তাহার মনে জ্ঞানরূপ দীপ্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহরূপ কার্য্য তাহার অন্তঃকরণে আরম্ভ হইয়াছে, আমি ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইলাম। যে স্থানে আমরা এই রূপ কথোপকথন করিতেছিলাম, সে স্থানের চতর্দ্দিকস্থ সুদৃশা বস্তু সকল দর্শন করাতে আমার আন্তরিক আনন্দের বৃদ্ধি হইল। নিকটবর্ত্তি খাল অত্যন্ত সুন্দর ও আকাশ নিস্মর্ল ছিল। আমরা পাড়ের ছায়াতে বসিয়া সূর্য্যের কিরণহইতে রক্ষা পাইলাম। আমাদের মস্তকের উপরে উচ্চ ও বৃহৎ এক বিশেষ পাহাড়ের চূড়া ছিল। সে পাহাড় তুষারের ন্যায় শুক্ল বর্ণ। আমাদের মস্তকোপরে চতুর্দ্দিগে সাগর পক্ষী উড়িতেছিল। আমাদিগের পদের নিকটে সমুদ্রস্থ শৈবাল সকল তরঙ্গদ্বারা প্রস্তরনয় চড়ার উপরে ইতস্তত চালিত হইতেছিল। সম্মুখস্থিত সমুদ্রের উপরে কতক রণ ও বাণিজ্য জাহাজ দৃষ্ট হইল। তীরের নিকটবর্ত্তি নৌকাতে মৎস্যধারিরা আপনাদের ব্যবসায়ে ব্যস্ত ছিল।

তরঙ্গের কল্লোল, ও মস্তকোর্দ্ধগামি পক্ষিদের স্বর, ও কখন২ গমনকারি জাহাজ হইতে তোপের ধ্বনি, ও জলেতে দাঁড় ফেলনের শব্দ, ও নাবিকদের গানধ্বনি, এবং উপরিস্থ মাঠে স্থিত মেষের রব, উক্ত বৈচিত্র্য শব্দ সকল কখন২ মিশ্রিত হইয়া আমাদের কর্ণগোচর হইত। এই সকল মনোহর বস্তু দেখিয়া শুনিয়া আমার মন আনন্দেতে পুলকিত হইল।

আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাফ্রি সহিত কথা কহিলাম, কারণ তাহার প্রভু সেই দিবসে তাহাকে কতক ঘণ্টার নিমিত্তে ছুটি দিয়াছিলেন। এই সময়ে আমি বাপ্তিস্মের ধারা ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ক কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, তাহাতে সে তদনুসারে আচরণ করিতে ব্যগ্র হইল। আর আমার বিবেচনানুসারে সে বাপ্তাইজিত হইবার যোগ্য পাত্র, ইহা বোধ করিয়া আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম, যে সে কাফ্রী ‘পূর্ব্বে দূরস্থ হইলেও খ্রীষ্টের রক্তপাতের গুণে এক্ষণে নিকটস্থ হইয়াছে, অতএব সে ভিন্নজাতীয় ও বিদেশীয় আর না হইয়া পবিত্র লোকদের প্রতিবাসী হওয়াতে ঈশ্বরের পরিজন ভুক্ত হইয়াছে।’

আমি তাহাকে কহিলাম, ঈশ্বর অনেক জাতীয়দিগকে আপন অনুগ্রহরূপ শিশিরদ্বারা প্রোক্ষণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

সে উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়, তিনি আমার মনের পবিত্রতা জন্মাইতে পারেন। তিনি আমাকে প্রক্ষালন করিলে আমি হিম অপেক্ষা শুক্লবর্ণ হইব।"

তাহাতে আমি কহিলাম, ঈশ্বর তোমাকে এ রূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া সর্ব্বপ্রকার উত্তম গুণেতে স্থিরীকৃত করুন।

কাফ্রী আপন পিতামাতার বিষয়ে প্রেমবোধক কথা কহিলে আমি অধিক আনন্দিত হইলাম। সে বাল্যাবস্থায় তাহাদের হইতে অপহৃত হইয়াছিল, তথাপি তাহাদিগকে বিস্মৃত না হইয়া ঈশ্বর যেন কোন ক্রমে তাহাদিগকে খ্রীষ্টের নিকটে আনয়ন করেন, এই তাহার একান্ত মনের ইচ্ছা ছিল।

আমি কহিলাম, কি জানি কোন ধর্ম্মপ্রচারক সম্মুখস্থ এক জাহাজে আরোহণ করিয়া তোমার দেশে যদি যান, এবং তদ্দেশস্থ লোকদের নিকটে, বিশেষতঃ তোমার প্রিয় পিতামাতা এ পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিলে তাহাদেরও নিকটে পরিত্রাণের মঙ্গল সমাচার প্রচার করিবেন।

এই কথাতে কাফ্রী ভূমিহইতে লম্ফ দিয়া কহিল, "আঃ আমার প্রিয় পিতামাতা। হে আমার প্রিয় দয়াবান ত্রাতা, তুমি পাপিদের জন্যে কি২ করিয়াছ ইহা যদ্যপি তাঁহাদিগকে জানাইয়া তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা কর—।"

ইহা বলিয়া সে খেদ প্রযুক্ত আর কথা কহিতে না পারিয়া মৌনী হইয়া রহিল।

তাহাতে আমি কহিলাম, হে বন্ধু, আমি এইক্ষণে তোমার ও তোমার পিতামাতার ত্রাণের জণ্যে প্রার্থনা করি।

"এমত করিলে মহাশয়, অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। আপনি এ দেশীয় ও আর২ দেশীয় দরিদ্র কাফ্রিদের নিমিত্তে প্রার্থনা করুন।"

সেই স্থান নূতন ও ভক্তিজনক প্রার্থনালয় ছিল। সমুদ্রতীরস্থ বালুকা আমাদিগের মেজ্যাস্বরূপ ও আকাশ মন্দিরের ছাতস্বরূপ ও পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত ও সাগরের তরঙ্গ সকল তাহার প্রাচীর স্বরূপ। সেই স্থানে প্রার্থনা নিত্য করা যাইত না, তথাপি একবার প্রার্থনা হওন হেতু তাহা আমাকর্তৃক সদাকাল পবিত্ররূপে মান্য হইবে। ঈশ্বর সে স্থানে বর্ত্তমান ছিলেন। আমি প্রার্থনা করিলাম। কাফ্রির অন্তঃকরণ চিন্তাতে পরিপূর্ণ হওয়াতে সে রোদন করিতে লাগিল। আমিও তাহার

ন্যায় চিন্তিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। ঐ অশ্রুপাত অকপট খ্রীষ্টীয় প্রেমপ্রযুক্ত কি না, ইহা মহাদিবসে প্রকাশ পাইবে।

আমার বাটীতে ফিরিয়া যাওন কাল উপস্থিত হইলে আমি তাহার স্কন্ধে ভার দিয়া আড়ূরির উপরে গে লাম, কারণ অশ্বকে পাহাড়ের উপরে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম। কাফ্রির মুখে নিরহঙ্কার ও কৃতজ্ঞতা দৃষ্ট হইল। বিদায় হইবার সময়ে আমরা পরস্পর হস্ত ধারণ করিলাম, পরে তাহার বাপ্তাইজিত হওনের পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তে আমি আর এক দিবস নিরূপণ করিলাম।

কাফ্রী বিদায় লইয়া কহিল “মাহাশয়, পরমেশ্বর আপনার প্রতি আশীর্ব্বাদ করুন।”

তাহাতে আমি প্রত্যুত্তর করিলাম, হে খ্রীষ্টীয় ভাই, তোমাকেও সেই প্রকার এক্ষণে ও সদাক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন! আমেন।

---

1. ↑ সমুদ্রে জাত কোন ক্ষুদ্র মৎস্য বিশেষ

তৃতীয় ভাগ।

কাফ্রি দাসের সহিত এরূপ আনন্দজনক কথা হইলে পর আমার মনে যে চেতনা জন্মিল তাহা ব্যক্ত করা ভার।

বাটীতে ফিরিয়া আইলে পর এই বিষয় ভাবিতে২ আমি জ্ঞান করিলাম তাহার বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি মনঃপরিবর্ত্তনের প্রমাণ অতি স্পষ্ট ও সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহাতে স্বচ্ছন্দে দেখা গেল, মনুষ্যেরা অনুগ্রহ পাইয়া বিশ্বাসদ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়; তাহা যে তাহাদের নিজ গুণে এমত নহে, কিন্তু সে ঈশ্বরের দান হয়। এবং কাহারো যেন দর্প না হয়, এই নিমিত্তে তাহা কোন কর্ম্মের ফলেও হয় না। দেখ, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে অজ্ঞানতারূপ ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া একগুঁইয়া ও অবশ বিপথগামী হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি পরামনন পূর্ব্বক এইক্ষণে জ্ঞানি ও নম্র ও বিশ্বাসি খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে। অনুগ্রহরূপ জীবনের কর্ত্তা ও দাতা যে পবিত্র আত্মা তাঁহা বিনা এমত আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা কাহার সাধ্য?

এই যুবা আপন প্রভর বাটীতে ও সর্ব্বত্র কিমত আচরণ করে, ইহা জানিতে আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম, আর এই বিষয়ে যাহা২ শুনিলাম তাহা তাবৎই সন্তোষজনক হইল। অতএব তাহার আচার ব্যবহার বাপ্তিস্মের উপযুক্ত, ইহাতে সন্দেহ করিতে পারিলাম না। পরে তাহার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইলে আমি তাহাকে ধর্ম্মপুস্তকানুসারে ক্রমিক শিক্ষা দিতে লাগিলাম, তাহাতে তাহার মন ক্রমে২ ধর্ম্ম বিষয়ে বুদ্ধি পাইল। সে আপন ধর্ম্মপুস্তক সঙ্গে করিয়া লইয়া যখন২ কর্ম্মহইতে অবকাশ পাইত, তখন২ তাহা পাঠ করাতে অত্যুত্তমরূপে পড়িতে শিখিল।

দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে আমি এরূপ অনেক বার দেখিয়াছি; বাল্যাবস্থায় পাঠ শিক্ষা না করিলেও যে সময়ে পরিত্রাণ বিষয়ক ভাবনা ও ঈশ্বরের বাক্য জানিবার ইচ্ছা মনে উৎপন্ন হয়, সে সময়ে তাহারা পাঠ শিক্ষা করিতে ব্যগ্র হয়, তাহাতে স্বচ্ছন্দে অভ্যাস করত নিজ ও পরের মঙ্গল বাহুল্যরূপে জন্মায়। কাফ্রি দাসের বিষয়েতে ইহা স্পষ্টমতে দৃষ্ট হইল।

ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন ও শিক্ষা ও প্রার্থনা করণাভিপ্রায়ে আমি তাহার প্রভুর বাটীর নিকটস্থ কোন কুটীরে অনেক কালাবধি প্রতি সপ্তাহে একবার যাইয়া থাকিতাম। ঐ প্রার্থনাদির সময় আমাদের ফলজনক ও মনোরঞ্জক হইত, এবং তৎসভাস্থ লোক সকল যেন কাফ্রির সরল ও অকপট ভাবের সাক্ষীস্বরূপ হয়, তন্নিমিতে আমি তাহাকে সে স্থানে আপনার সহিত লইয়া যাইতে মনস্থ করিলাম।

আর তাহা করিলে যাহাদের পারমার্থিক জ্ঞানের বৃদ্ধি বিষয়ে আমি অতিচেষ্টাবান ছিলাম, এমত সভাস্থ লোকেরা প্রার্থনা ও ধন্যবাদ করিতে অধিক উদ্যোগী হইবে, ইহাও ভরসা করিলাম।

ইহা স্থির করিয়া আমি কাফ্রিকে সেই স্থানে একবার লইয়া যাইতে তাহার কর্ত্তার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। ধর্মদ্বারা উইলিয়মের মন যে কি আশ্চর্য্য রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ও তাহাতে তাহার আচার ব্যবহারও পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছে, ইহা জাহাজাধ্যক্ষ সুজ্ঞাত হইয়া আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অনুমতি প্রদান করিলেন।

নিরূপিত দিবসে আমি ঐ কুটীরে গেলাম। সে কুটীর আমার বাটীহইতে প্রায় দুই ক্রোশ অন্তর, আর এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে লিখিত যে পর্ব্বত চূড়াহইতে এমত সুন্দর দর্শন হইল, সেই পর্ব্বতের অধোভাগ দিয়া গেলাম। পর্ব্বতের চূড়া ঢালু থাকা প্রযুক্ত দক্ষিণদিগে তৃণ ভক্ষণকারি মেষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু কোন২ স্থলে খড়িমাটির শুক্লবর্ণও তৃণের হরিদ্বর্ণদ্বারা পর্ব্বত অতি শোভান্বিত দৃষ্ট হইল।

বামদিগে অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে সমুদ্রের জল প্রবেশ করাতে একটা ক্ষুদ্র হ্রদ হইয়াছিল। ঐ হ্রদের এক দিগে মাছুয়া ও মালিমদের কতক গুলিন নৌকা লঙ্গর করা ছিল, আর অন্যদিগে নিকটবর্ত্তি বন ও মাঠের সমীপে গ্রামের ভজনালয় দৃষ্ট হইল। তাহাতে ঘণ্টা সকল বাজান যাইতেছিল, ও তাহাদের মুদু শব্দ জলের উপরে বিস্তারিত হইয়া পর্ব্বতের গহ্বরে প্রবিষ্ট হইলে তাহার প্রতিধ্বনি বার২ শুনা গেল। তত্রস্থ তাবৎ দর্শনই আনন্দজনক ছিল।

আমি গ্রামের মধ্যে অতি সুন্দর স্থানে নির্ম্মিত কতকগুলিন ঘরের নিকট দিয়া গমন করিলাম। সে স্থান শান্তিকচাগের উপযুক্ত বটে। প্রত্যেক ঘর পুষ্পোদ্যানে বেষ্টিত, ও তাহার নিকটে ফল বৃক্ষের বাগান, এবং তন্নিকটস্থ মাঠে কৃষকের গোরু চরিয়া আপন প্রভুর পরিবারের নিমিত্তে দুগ্ধাদি উত্তম২ ভক্ষ্য প্রস্তুত করিতেছিল। এই গ্রামের ভূম্যধিকারিরা সুবিবেচনাপূর্ব্বক ভূমি সকল ভাগ করিয়া দরিদ্র চাষাদিগকে দিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যজনক শাক তরকারি ও ঔষধের চারা ও সুগন্ধি ফুল ইত্যাদি বাটীর চতুর্দ্দিগে উৎপন্ন হইতেছিল। অতএব আমি ইহা বিবেচনা করিলাম, দরিদ্র পরিশ্রমিদের ভাগ্য অতি সুখজনক, কারণ তাহারা স্বর্গীয় জ্ঞানজনক পাঠশালাহইতে কৃতজ্ঞতা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ধনবান লোকদের জন্যে কেবল নয়, কিন্তু দরিদ্রদেরও জন্যে সূর্য্য আলো করে, ও বৃষ্টি পড়ে, ও মৃত্তিকাহইতে শস্যাদি জন্মে ও বৃক্ষ সকল ফুল ও ফল ধরে ও পক্ষিগণ গান করে; তাহাদের অধিক বস্তুর আবশ্যকতা নাই, আর মনে সন্তোষ থাকিলে তাহারা

অল্পতর বস্তুতেও তৃপ্ত হয়। বিশেষতঃ সাংসারিক বিষয়েতে দরিদ্র হইয়া যাহারা বিশ্বাসে ধনবান ও স্বর্গের মনোনীত অধিকারী, তাহারাই ধন্য।

আমি যে সুন্দর ও পরিষ্কৃত কুটীর দিয়া গেলাম, তন্নিবাসি কতক লোকদের এরূপ অবস্থা ছিল। তাহাদের শান্তি হউক! তাহারা জীবদ্দশাতে যাত্রিক ও বিদেশীয় লোকস্বরূপ; ও শয়তানের হস্তহইতে মুক্ত হওয়াতে তাহাদের সহিত স্বর্গে সাক্ষাৎ পাইবার আমার ভরসা আছে।

আমি যে কুটীরেতে যাইতেছিলাম, সে এক বনের পার্শ্বে থাকা প্রযুক্ত গ্রীষ্মকালের রৌদ্রহইতে ও শীতকালের ঝড়হইতে রক্ষা পাইত। নিকটবর্ত্তী হইলে পর আমি আপন কাফ্রি বন্ধুকে আমার অপেক্ষায় বৃক্ষের তলে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। তাহার হাতে একখানি ক্ষদ্র বহি ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বে তাহাকে দিয়াছিলাম, ও তাহার ধর্ম্ম পুস্তক ভূমিতে পড়িয়া রহিল। সে আমাকে দেখিবামাত্র অতি আনন্দ পূর্ব্বক উঠিয়া কহিল;

“হে মহাশয়, আমি আপনাকে দেখিয়া অতি হৃষ্ট হইলাম, কারণ আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি অতি বিলম্বে আসিতেছেন।”

হে উইলিয়ম, তুমি ভাল আছ; আমি নিজ কএক জন বন্ধুর নিকটে তোমাকে লইয়া যাইতে চাহি, বোধ হয় তাহারা প্রভুরও বন্ধু। আমরা প্রতি বুধবারে একত্র হইয়া আপনাদের অনন্তকালীন সুখ বিষয়ে কথোপকথন করি; আর আমি নিশ্চয় জানি তাহারা তোমাকে অতি আনন্দ পূর্ব্বক গ্রাহ্য করিবে।

“মহাশয়, এমত ধার্ম্মিক লোকদের মধ্যে যাইতে আমি যোগ্য নহি। আমি মহাপাপী। তাহারা উত্তম খ্রীষ্টীয়ান।”

হে উইলিয়ম, তাহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহারা প্রত্যেকে বলিবে যে আমি আর সকল লোক অপেক্ষা মহাপাপী। কেবল অল্পকাল হইল তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রকাশরূপে দুষ্কর্ম্ম করিত, ও ঈশ্বরকে না জনিয়া কায়মনোবাক্যে ষীশু খ্রীষ্টের শত্রু ছিল। কিন্তু প্রভুর অনুগ্রহদ্বারা এ দুষ্ট পথে চেতনা পাইলে তাহাদের অন্তঃকরণ দমন হইল, ও তাহারা এক্ষণে তাঁহাকে প্রেম করত তাঁহার আজ্ঞা পালন করে। তুমি যাহাদের সাক্ষাৎ পাইবা, তাহারা তোমার মত পাপী, কিন্তু প্রভুর প্রেমের বিষয়ে কথোপকথন করে, ও তাঁহার প্রশংসা করে; আর আমি নিশ্চয় জানি, তুমিও তাহাদের সহিত একত্র হইয়া যীশুর স্তবস্তুতি গান করিতে ইচ্ছা কর।

“হাঁ, মহাশয়, সে গীত এই অধম কাফ্রির প্রতি উত্তমরূপে খাটিবে।”

ইহা বলিয়া আমরা কুটীরের বাগানের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। অনেক লোক বাটীর মধ্যে ও নিকটে দাঁড়াইয়া প্রেম ভাবে তাকাইয়া আমাদিগকে আনন্দপূর্ব্বক গ্রাহ্য করিল। তাহারা জানিয়াছিল কাফ্রী অদ্যকার সভাতে আসিবে, এই কারণ প্রত্যেকের মুখে সন্তোষ প্রকাশিত হইল। পরে আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহার বিষয়ে লোকদিগকে কহিলাম, হে আমার বন্ধুগণ, আমি আফ্রীকা দেশীয় এক জন ভ্রাতাকে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে আনিলাম। তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামেতে তাহাকে আনন্দে গ্রাহ্য করিও।

তত্রস্থ এক জন নম্রশীল ও ধার্ম্মিক মজুরের অন্তঃকরণ ও জিহ্বা খ্রীষ্টীয় কোমলতাতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ছিল। সে ব্যক্তি কহিল, "আপনাদের প্রিয় শিক্ষককে দেখিতে আমরা নিত্য আনন্দিত হই; বিশেষতঃ অদ্য, যেহেতুক তিনি এই কাফ্রিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাহার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিষয় আমরা শুনিয়াছি।" ইহাতে সে কাফ্রির প্রতি ফিরিয়া কহিল, "প্রিয় বন্ধু, তোমার হাতে দেও। এই স্থানে ও সর্ব্বস্থানে ঈশ্বর তোমার সঙ্গে হউন, আর তাঁহার নাম ধন্য হউক, যেহেতুক আমরা দুই জনে অতিশয় পাপিষ্ঠ হইলেও তিনি উভয়কেই আপন দয়া হেতু ডাকিয়াছেন, অতএব আইস আমরা তাঁহাকে প্রেম করিয়া তাঁহার সেবা করি।"

কাফ্রী বাটীতে প্রবেশ করণকালে প্রত্যেক জন তাহাকে আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রাহ্য করিলে পর কোন২ ব্যক্তি তাহাকে অতি কোমল ও উত্তম বাক্য কহিল। সে বলিল, "মহাশয়, এ সকল উত্তম বন্ধুদের প্রতি আমি কি কহিব, তাহা জানি না; এই স্থান পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গতুল্য বোধ হইতেছে।"

তাহাতে সে সজল নয়নে কহিল, "হে প্রিয় বন্ধুরা ও যীশু খ্রীষ্টাশ্রিত ভাইরা, ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, ও শেষে স্বর্গেতে গ্রহণ করুন।" এই কথা সমাপ্ত হওনের পূর্ব্বে কেহ২ তাহার ক্রন্দন দেখিয়া আপনারাও কান্দিতে লাগিল।

এই সকল বন্ধুদের সঙ্গে একত্র হওন কালে আমি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করত প্রার্থনাদ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা আরম্ভ করিতাম। এই সময়েও সে রূপ করিলে পর আমি বর্ত্তমান লোকদিগকে কহিলাম, ঈশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক কতক কাল হইল এ যুবাকে আমার উপদেশ শুনিতে আনিয়াছেন; এবং আমি ধর্ম্মবিষয়ে তাহাকে সরলমনা ও চিন্তিত দেখিয়া তাহার ইচ্ছানুসারে তাহাকে বাপ্তাইজ করিতে স্থির করিয়াছি। আরও কহিলাম, আমাদের সহিত ধর্ম্ম বিষয় কথোপকথন করণার্থে আমি তাহাকে এই সময়ে এস্থানে আনিলাম; কারণ "পূর্ব্বকালে যাহারা প্রভুকে ভয় করিত, তাহারা যদ্রুপ পরস্পর অনেকবার কথা কহিত, আর তাহাতে এই প্রমাণ হইল তাহারা তাঁহার চিন্তা করিত" (মলাখি ৩;১৬) তদ্রূপ আমরাও পরস্পর

শিক্ষা প্রাপণাভিপ্রায়ে একত্র হইয়া খ্রীষ্টীয় লোকদের উচিত কার্য্য ভ্রাতৃরূপে করিতেছি।

পরে আমি কাফ্রির প্রতি ফিরিয়া কহিলাম, ওহে উইলিয়ম, কে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন?

তাহাতে কাফ্রী কহিল, "দয়াবান্ পিতা ঈশ্বর।"

কে তোমাকে ত্রাণ করিলেন?

"তাঁহার প্রিয় পুত্র ষীশু, তিনি আমার জন্যে মরিলেন।"

কে তোমাকে পবিত্র করেন?

"পবিত্র আত্মা, তিনি পিতাকে ও তাঁহার প্রিয় পুত্র যীশুকে জানিতে আমাকে শিক্ষা দিলেন।"

স্বভাবতঃ তোমার কি দশা ছিল?

"আমি অতি পাপী ছিলাম; পাপ ভিন্ন কিছু জানিতাম না, কিছুও করিতাম না; আমার শরীর অপেক্ষা আমার মন মলীন হইত।"

সে সময়াবধি তোমার মন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না?

"আমার এমত ভরসা আছে; কিন্তু কখন২ ভয় কার পাছে সে ভরসা মিথ্যা হয়।"

যদি তোমার মন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তবে সে পরিবর্ত্তন কে করিলেন?

"পিতা ঈশ্বর; তাঁহার প্রিয় পুত্র যীশু; ও পবিত্র আত্মা।'

এই পরিবর্ত্তন তোমার মধ্যে কি রূপে হইয়াছিল?

"অতি শিশুকালে ঈশ্বর আমাকে দাস করিয়াছিলেন।"

হে উইলিয়ম, ঈশ্বর তোমাকে দাস করিলেন, তুমি এই কথা কি রূপে বলিতে পার?

“মহাশয় আমার অভিপ্রায় এই, ঈশ্বর আমার মঙ্গলের নিমিত্তে গোরা লোকদিগের নিকটে আমার দাস্যবৃত্তি করা ভাল বুঝিলেন।”

তাহা তোমার মঙ্গলের নিমিত্তে কি রূপে হইল?

“তিনি আমাকে অন্ধকারময় দেশহইতে দীপ্তিময় দেশে আনিলেন।”

দীপ্তিময় দেশ কাহাকে বল? সে কি জামেকা উপদ্বীপ?

“না, তাহা আমার কারারূপ দেশ; কিন্তু দীপ্তিময় দেশ আমেরিকা, কারণ আমি প্রথম বার সে স্থানেই সেই উত্তম উপদেশকের প্রমুখাৎ খ্রীষ্ট বিষয়ক সুসমাচার শুনিয়াছিলাম। এখন যে স্থানে আছি, তাহা অধিক দীপ্তিময় দেশ, কেননা যীশু পাপিদিগকে কি রূপ প্রেম করেন, তাহা মহাশয় ক্রমে২ আমাকে অধিক জানাইতেছেন।”

খ্রীষ্টের রক্ত কি করে?

“খ্রীষ্টের রক্ত তাবৎ পাপহইতে পরিষ্কার করে, আর আমার ভরসা হয় যে আমাকেও পাপহইতে পরিষ্কার করিবে।”

তবে কি তাঁহার রক্তদ্বারা তাবৎ লোক পাপহইতে পরিষ্কৃত হয়?

“না, মহাশয়।”

কোন্ লোকেরা পরিষ্কৃত হইয়া ত্রাণ পায়?

“যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করে।”

তুমি কি ধর্ম্মপুস্তকহইতে ইহার প্রমাণ দিতে পার?

“হাঁ, মহাশয় পারি, লেখা আছে যে কেহ পুত্রে প্রতি বিশ্বাস করে, তাহার অনন্ত, পরমায়ুঃ হয়; যে পুত্রকে না মানে, সে পরমায়ুর দর্শন পায় না; কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইয়া থাকে।” যোহন ৩;৩৬।

বিশ্বাস প্রাপ্ত হওয়া কি?

“আমার এমত বোধ হয়, যীশু খ্রীষ্টের বিষয় অধিক ধ্যান করা, ও তাঁহাকে অধিক প্রেম করা, ও তিনি যাহা বলেন তাহা সত্য জ্ঞান করা, ও তাঁহার স্থানে

পুনঃ২ প্রার্থনা করা, আর যৎকালীন আপনাকে অতি দুর্ব্বল ও পাপিষ্ঠ বোধ করি, তৎকালীন তিনি আমার নিমিত্তে বলবান ও কৃপাবান, ইহা বিবেচনা করাই বিশ্বাস।”

তুমি যে বিশ্বাসের কথা বলিলা, তোমার কি তদ্রূপ বিশ্বাস আছে?

“মহাশয়, আমি কখন২ বোধ করি আমার কিছু মাত্র বিশ্বাস নাই।”

হে উইলিয়ম, কেন তুমি এমত বোধ কর?

“আমি যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয় ভাবিতে চাহি, তখন মন অন্য কোন বিষয়েতে যায়; যে সময়ে তাঁহাকে প্রেম করিতে চাহি, তখন অন্তঃকরণ শীতল হয়; তিনি পাপিদিগকে যাহা২ বলেন তাহা তাবৎই সত্য, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিলে মনে করি, তাহা আমার বিষয়ে সত্য নহে; প্রার্থনা করিতে চাহিলে শয়তান আমার অন্তঃকরণে অতি দুষ্ট চিন্তা জন্মায়; আর আমি কখনও খ্রীষ্টের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ নহি। এই সকল কারণ প্রযুক্ত কোন২ সময়ে ভয় হয় আমার কিছু মাত্র বিশ্বাস নাই।”

কতক লোক কাফ্রির এই কথা অতি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া তাহার দুঃখেতে দুঃখী হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমি কহিলাম;

হে উইলিয়ম, তোমার এ বিষয়ে ভয়থাকাতেই বোধহয় আমি প্রমাণ দিতে পারি যে তোমার বিশ্বাস আছে। আমার আর কএক প্রশ্নের উত্তর দেও।

তুমি কি আপনা আপনি অর্থাৎ আপন চিন্তা ও ক্রিয়াদ্বারা আপনাকে মহাপাপী জানিয়া ত্রাণকর্ত্তার আবশ্যকতা বিষয় জ্ঞাত হইলা?

“না, তদ্বিষয় নিজে না ভাবিতে২ চেষ্টাও না করিতে২ সেই জ্ঞান অকস্মাৎ মনে উদয় হইল।”

সুসমাচার প্রচারদ্বারা তোমার অন্তঃকরণ জাগাইতে কে আমেরিকা দেশের সদুপদেশককে পাঠাইলেন?

“ঈশ্বর, তিনি বই আর কে?”

তবে কে তোমার মনে ধর্ম্ম চিন্তা ও ভাবনার কার্য্য আরম্ভ করিলেন?

“দয়াবান ঈশ্বর, আমি তাহা নিজে করিতে পারিতাম না, ইহা নিশ্চয় জানি।”

যীশু খ্রীষ্টদ্বারা যে পরিত্রাণ, সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়, ইহা ভাবিয়া তুমি কি তাহা অতি বাঞ্ছনীয় জ্ঞান কর?

“হাঁ, তাহা অবশ্য করি”।

তিনি তোমাকে ত্রাণ করিতে পারেন, ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর?

“হাঁ, তিনি শেষপর্য্যন্ত ত্রাণ করিতে পারেন।”

তুমি কি বোধ কর তিনি তোমাকেই ত্রাণ করিতে ইচ্ছুক নহেন?

“না, আমি ইহা কহিতে পারি না। তিনি অতি দয়া ও অনুগ্রহ করিয়া কহিয়াছেন; যে কেহ আমার শরণাগত হইবে, আমি তাহাকে কোন ক্রমে দূর করিব না।”

তুমি কি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক ও যত্নবান আছ?

“হাঁ, মহাশয়, আমি তাঁহাকে প্রেম করি, তাহাতে তিনি যাহা কহেন তাহাই করিতে চাহি।”

ঈশ্বর যদি তোমাকে দুঃখের অবস্থায় আনেন, তবে কি তুমি তাঁহার নাম হেতু সেই দুঃখ সহ্য করিতে সম্মত হইবা?

“হাঁ বোধ করি তাঁহার প্রতি প্রেম প্রযুক্ত আমি প্রাণও দান করিতে পারি। তিনি এ দুরাচার পাপির নিমিত্তে মরিলেন, অতএব এমত দায়াবান ও ধর্ম্মত্রাতার জন্যে দুরাচার পাপী মরিবে না কেন?”

ভাল, উইলিয়ম্, আমি তোমাকে সাহস করিয়া কহিতে পারি, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করিয়াছে।

এই কথাতে তৎকালের পরীক্ষার শেষ করিলাম। ঘরের অন্য বন্ধু সকল প্রেমার্দ্র হইয়া অতি মনোযোগপূর্ব্বক এই জিজ্ঞাসোত্তর শুনিল। পরে তাহাদের এক জন মনস্তাপ প্রকাশ করিয়া কহিল।

“মহাশয়, আমি দেখিতেছি, কতক লোক কৃষ্ণবর্ণ ও কতক লোক শুক্লবর্ণ বটে; কিন্তু সত্য খ্রীষ্টীয়ানেরা সকল একবর্ণ। এই কাফ্রী কথা কহিতে২ আমার অন্তঃকরণ তাহার সঙ্গে গেল।” তাহাতে আর সকল লোকেরা প্রত্যেকেই কহিতে লাগিল, “আমারও সেই রূপ।”

কাফ্রুর বৃত্তান্তের বিষয়ে আরো কিছু কথাবার্ত্তা হইলে পর আমি কহিলাম, ঈশ্বরের অনুগ্রহরূপ বাহুল্য ও অনির্ব্বচনীয় দান হেতু তাঁহার ধন্যবাদ করত যীশুর প্রেমের বিষয়ে এইক্ষণে আমরা গান করি, যথা,

চল ভাই স্বর্গ গীত
যীশু নামে সবে গাই। ইত্যাদি।

সেই গায়ক লোকদের স্বর উত্তম হউক অথবা না হউক, তাহাদের অন্তঃকরণের ভক্তি ভাব প্রযুক্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে তাহা সুশ্রাব্য গানস্বরূপ হইল, ইহার কোন সন্দেহ নাই।

কাফ্রী আমাদের গানের স্বর উত্তমরূপে জানিত না বটে; তথাপি সে আমাদের সহিত অতি ব্যগ্রতা ও প্রেম পূর্ব্বক গান করিতে লাগিল। ইহাতে জানা গেল, গীতের কথা তাহার মনে অতি সুন্দর রূপ লাগিয়াছে। আমরা যখন পঞ্চম পদের শেষ করিলাম, যথা,

সুদ্ধ দয়া করি তিনি
স্বর্গহৈতে নামিলেন,

তখন কাফ্রী এক প্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া এ কথা পুনরুক্তি করিয়া কহিল, হাঁ, বটে, সুদ্ধ দয়া করিয়া উইলিয়মকে উদ্ধার করিতে তিনি স্বর্গহইতে নামিলেন।

অনুগ্রহদ্বারা যে পরিত্রাণ হয়, আমি এই বিষয়ে অল্প কথা বলিয়া গীত গাইলে পর বর্ত্তমান ব্যক্তি সকলকে আপনাদের স্বর্গ গমনের নিরূপিত পথে ধাবমান হইতে পরামর্শ দিয়া সভা ভঙ্গ করিলাম। সেই রাত্রির সকল ঘটনা যদ্যপি পৃথিবীতে কোন পুস্তকে লিখিত না হইত, তথাপি স্বর্গের স্মরণরূপ পুস্তকে নিঃসন্দেহে লেখা থাকিত।

তৎপরে আমি কাফ্রির বাপ্তাইজিত হওনের দিবস নিরূপণ করিয়া আপন প্রেমি বন্ধুগণহইতে বিদায় হইলাম।

বাটীতে ফিরিয়া যাওন কালে নির্ম্মল চন্দ্রের প্রতিবিম্ব হ্রদস্থ জলের উপরে পড়িল। ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে আমি কতক লোকদের সহিত একত্র হইয়া

অনুগ্রাহক ও বিধাতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়াছিলাম; কিন্তু এইক্ষণে জগৎ সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও সান্তনা দেখিয়া বিশ্বেশ্বরের প্রতি নূতন উপঢৌকনরূপ প্রশংসা করিতে হইল। তদ্রূপ দায়ূদ্‌ও ৮ গীতে গায়; যথা, "তোমার অঙ্গুলিদ্বারা নির্ম্মিত যে আকাশ, ও তোমার স্থাপিত যে চন্দ্র ও তারাগণ, তাহা নিরীক্ষণ করিলে বলি, মনুষ্য কে, যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? এবং মনুষ্যসন্তান বা কে, যে তাহার তত্ত্বাবধারণ কর?"

অল্প দিনের মধ্যে কাফ্রী বাপ্তাইজিত হইল। আর তাহার কতক কাল পরে সে জাহাজে চড়িয়া আপন কর্ত্তার সহিত দেশান্তরে যাত্রা করিল। সেই অবধি আমি তাহার বিষয়ে কোন সংবাদ পাই নাই; অতএব সে এই পর্য্যন্ত যাত্রিকের ন্যায় জগৎ ভ্রমণ করিতেছে, অথবা স্বর্গে যীশুর প্রেম বিষয়ক গীত গায়কদের সভায় প্রবিষ্ট ইইয়াছে, তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি, সে কাফ্রী পরমেশ্বরের প্রশংসার্থ স্তম্ভস্বরূপ। তাহার অন্তঃকরণে ত্রাণকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রাঙ্কিত হইল, আর অনুগ্রহদ্বারা তাহার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, ইহা তাহার সরল ও অকপট আচার ব্যবহারেতে ও কথোপকথনেতে প্রকাশ পাইত। তজ্জন্যে ঈশ্বরকে গৌরব দি। ইতি।

কাফ্রি দাসের বৃত্তান্ত সমাপ্ত।

🔸 Contributor 🔸

🤖 This ebook is auto generated using python from WikiSource (উইকিসংকলন) by bongboi. Thanks to the volunteers over wikisource:

- কপিল চক্রবর্ত্তী
- Bodhisattwa
- Salil Kumar Mukherjee
- Thisisrick25

🙂 Wikipedia has it's own epub generation system but somehow due to weird Styling and Font embedding those EPUBs invariably slows down the device in which you're reading. And Fonts get broken, some group members on t.me/bongboi_req reported this, so decided to build those concisely via Python.

✌️ Utmost care have been taken but due to non-survilance some ebook parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to @bongboi_req. So that those can be improved in future

🔸 Disclaimer 🔸

⚔️ Tele Boi does not own any content of this book. All the copyright is of respective authors/publishers of the books. @bongboi compiled this for Non-profit, educational and personal use, in favour of fair use.

🌏 The content of the book is publically available in the WikiSource.

🔥 Do Not redistribute in a commercial way.

✅ Please buy the hardcopy of the books to support your favourite authors and/or publishers.

🔸 সমাপ্তি 🔸

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

🖤 করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

📢 Bengali Language have very few EPUBs created. @bongboi started creating this as a hobby project and made more than 2000 EPUBs at this stage.

🌟 Be a volunteer @bongboi or at WikiSource so that more ebooks become available to the public at large.

Help People Help Yourself ❤️

আরও বই ⏬

টেলি বই

MOBI